

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

65847 - নামাযের আরকান, ওযাজবি ও সুন্নতসমূহ

প্রশ্ন

নামাযের সুন্নতগুলো ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামাযের সুন্নতগুলো ক'কি

নামাযের সুন্নত অনেক। এর মধ্যে কোন কোন সুন্নত বাচনিকি এবং কোন কোন সুন্নত কর্মকন্দেরকি। সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- নামাযের আরকান ও ওযাজবি ছাড়া অন্য যা আছে সেসব।

কোন কোন ফকিহবদি নামাযের ১৭ টি বাচনিকি সুন্নত ও ৫৫ টি কর্মকন্দেরকি সুন্নত উল্লেখ করেছেন। কোন সুন্নত ছুটে যাওয়ার কারণে নামায বাতলি হয় না; এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলেও নামায বাতলি হয় না। তবে, আরকান ও ওযাজবিগুলোর বধিান এমন নয়।

রুকন ও ওযাজবি এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- নামাযের কোন রুকন ইচ্ছাকৃতভাবে ক'থা ভুলক্রমে বাদ পড়তে পারবে না। বরং রুকনটি অবশ্যই পালন করতে হবে।

আর ওযাজবি ভুলক্রমে ছুটে গেলে সহু সজেদার মাধ্যমে সেটা শোধরে নেয়া যায়।

এখানে আমরা নামাযের আরকান ও ওযাজবিগুলো উল্লেখ করাকে প্রাসঙ্গিকি মনে করছি; এরপর আমরা 'দলিলিত ত্বালবে' গ্রন্থ থেকে বেশে কিছু সুন্নত উল্লেখ করব। এ বইটি হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধি পুস্তকি:

এক: নামাযের রুকন ১৪টি

নামাযের রুকন ১৪টি; সেগুলো হচ্ছে-

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

১। সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরয নামায দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।

২। তাকবীরে তাহরীমা তথা ‘আল্লাহু আকবার’ বলা।

৩। সূরা ফাতহা পড়া।

৪। রুকু করা। রুকুর ন্যূনতম রূপ হচ্ছে- এতটুকু ঝুঁকা যাত করে দুই হাতের তালু দিয়ে হাঁটুদ্বয় স্পর্শ করা যায়। আর পরপূর্ণ রূপ হচ্ছে- পঠিকে সমানভাবে প্রসারিত করে রাখা; যাত করে মাথা ও পঠি একই সমান্তরাল রাখা থাকে।

৫। রুকু থেকে দাঁড়ানো।

৬। পরপূর্ণভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭। সজেদা করা। সজেদার পরপূর্ণ রূপ হচ্ছে- কপাল, নাক, হাতের তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয় ও আঙুলের ডগা সজেদার স্থানে ভালভাবে লাগিয়ে রাখা। আর ন্যূনতম রূপ হচ্ছে- প্রত্যেকে অঙগেরে কছি অংশ সজেদার স্থানে রাখা।

৮। সজেদা থেকে উঠা।

৯। দুই সজেদার মাঝখানে বসা। যে পদ্ধতিতে বসা হোক যথেষ্ট হবে। তবে সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে- বাম পায়ে ওপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখা ও ডান পায়ে আঙুলগুলো কবিলামুখী করে রাখা।

১০। প্রত্যেকেটি রুকন ধীরস্থিতিভাবে আদায় করা।

১১। শেষে বঠেকে তাশাহুদ পড়া।

১২। তাশাহুদ ও দুই সালাম ফরোনের জন্য বসা।

১৩। দুইদিকে সালাম ফরোনো। সালাম ফরোনের পদ্ধতি হচ্ছে- ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলা। নফল নামাযের ক্ষেত্রে একদিকে সালাম ফরোনো যথেষ্ট; জানাযার নামাযের ক্ষেত্রেও।

১৪। উল্লেখিত ক্রমধারা রক্ষা করে রুকনগুলো আদায় করা। তাই কটে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রুকুর আগে সজেদা করে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর ভুলক্রমে আগে সজেদা দিয়ে ফলেলে ফরি এসে রুকু করত হবে; তারপর আবার সজেদা করবে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই: নামাযেরে ওযাজবি আটটি

নামাযেরে ওযাজবি আটটি, সগেলো হচ্ছ-

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য তাকবীরগুলো বলা।

২। ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ‘সামআল্লাহু লমিন হামদি’ (যারা আল্লাহর প্রশংসা করছেন আল্লাহ তাদের প্রশংসা শুনছেন) বলা।

৩। ‘রাব্বা-না লাকাল হামদ’ (হে আমাদের রব্ব! প্রশংসা আপনারই জন্য) বলা।

৪। রুকুতে গিয়ে ‘সুবহানা রব্বআল আযমি’ (পবিত্রতা আমার সুমহান রব্বের জন্য) বলা।

৫। সজেদাতে গিয়ে ‘সুবহানা রব্বআল আ’লা’ (পবিত্রতা আমার সুউচ্চ রব্বের জন্য) বলা।

৬। দুই সজেদার মাঝখানে ‘রাব্বগি ফরি লি’ (হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন) বলা।

৭। প্রথম বঠৈকে তাশাহুদ পড়া।

৮। প্রথম বঠৈক।

তনি: নামাযেরে বাচনিক সুন্নত ১১টি

নামাযেরে বাচনিক সুন্নত ১১টি, সগেলো হচ্ছ-

১। তাকবীরে তাহরীমার পর ‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বি হামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গায়রুক’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনার নাম মহমিন্‌বতি। আপনার মর্যাদা সমুন্নত। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নাই।) এই দোয়া বলা।

২। আউযুল্লাহ পড়া।

৩। বসিমল্লাহ পড়া।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৪। ‘আমীন’ বলা।

৫। সূরা ফাতহির পর অন্য একটি সূরা পড়া।

৬। ইমামের জন্য উচ্চস্বরে ক্বরীত পড়া।

৭। মোক্তাদি ছাড়া অন্যদরে জন্য ‘সামিআল্লাহু লমিন হামদি’ বলার পর এই দোয়াটি পড়া ‘মলিআল সামাওয়াতি, ওয়া মলিআল আরযা, ওয়া মলিআ মা শান্তি বাদ’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার জন্য ঐ পরমাণ প্রশংসা যা আসমান ভর্তি করে দিয়ে, যা জমনি ভর্তি করে দিয়ে এবং এগুলো ছাড়া অন্য যা কিছু আপনি চান সটোকে ভর্তি করে দিয়ে)। [তবে, সঠিকি মতানুযায়ী এ দোয়াটি পড়া মোক্তাদির জন্যেও সুন্নত]।

৮। রুকুর তাসবীহ একবার পড়ার পর অতিরিক্ত যতবার পড়া হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ক্বিবা আরও যত বেশিবার পড়া হোক না কেন?

৯। সজেদার তাসবীহ একবারের বেশি যতবার পড়া হোক।

১০। দুই সজেদার মাঝখানে একবারের বেশি যতবার ‘রাব্বিগি ফরি লি’ পড়া যায়।

১১। শেষে বঠকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনরে ওপর দরুদ পড়া এবং এরপর দোয়া করা।

চার: কর্মকন্দের সুন্নতসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।

২। রুকুর সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।

৩। রুকু থেকে উঠার সময় হাতদ্বয় উত্তোলন করা।

৪। হাত উঠিয়ে সাথে সাথে নামিয়ে ফেলা।

৫। বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখা।

৬। সজেদার স্থানরে দকি দৃষ্টি নিবিদ্ধ রাখা।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৭। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ে মাঝখানে খালি রাখা।

৮। বুকু অবস্থায় হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা রেখে দুই হাত দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরা, পিঠি প্রসারিত রাখা এবং পিঠি ও মাথা এক বরাবরে রাখা।

৯। সজেদা অবস্থায় হাঁটুদ্বয় ছাড়া সজেদার অন্য অঙ্গগুলোকে ভূমি সাথে সঁটে রাখা।

১০। দুই পার্শ্ব থেকে হাতের বাহুদ্বয়, দুই উরু থেকে পটে, দুই উরু থেকে পায়ে গোছা ফাঁকা করে রাখা। দুই হাঁটুর একটি অপরটি থেকে দূরে রাখা। দুই পা খাড়া করে রাখা। পায়ে আঙুলগুলো ফাঁকা করে ভূমি ওপর রাখা। দুই হাত কাঁধ বরাবর রেখে আঙুলগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিয়ে জমনিরে ওপর বহিয়ে রাখা।

১১। দুই সজেদার মাঝখানে ও প্রথম বঠেকের সময় পায়ে পাতার ওপর বসা। আর দ্বিতীয় বঠেকের সময় পাছার ওপর বসা।

১২। দুই সজেদার মাঝখানে বসার সময় উরুর ওপর হাতের তালু বহিয়ে রাখা, হাতের আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখা। তাশাহুদে বঠেকের সময়ও একই পদ্ধতিতে রাখা। তবে, তাশাহুদে সময় কনযিঠা ও অনামকি আঙুল গুটিয়ে রাখা, মধ্যমা ও বৃদ্ধা অঙুল দিয়ে বৃত্তাকার আকৃতি তৈরী করা এবং তর্জনী অঙুল দিয়ে ‘আল্লাহকে স্মরণ’ করার সময় ইশারা করা।

১৩। সালাম দয়ার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরে তাকানো।

উল্লেখ্য এ সুন্নতগুলোর কোন কোনটির ব্যাপারে ফকিহবদিগের মতানৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য কোন কোন ওয়াজবি কোন কোন ফকিহবদিগের কাছে সুন্নত। ফকিহের গ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।